”জনগণের মুখোমুখি সিটি কর্পোরেশন”জনসভার প্রতিবেদন

রংপুর সিটি কর্পোরেশন

তারিখ-১৮/০৫/২০১৭

১.কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গত ১৮/০৫/২০১৭ ইং তারিখে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে ”জনগণের মুখোমুখি সিটি কর্পোরেশন” শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মেয়র জনাব সরফুদ্দিন আহম্মেদ (প্রতিমন্ত্রী)। সভায় উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ,কে,এম আহসান ফরিদ (প্রোগ্রামার রংপুর সিটি কর্পোরেশন)। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আকতার হোসেন আজাদ সহ সিটি কর্পোরেশন এর বিভিন্ন ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ। প্রায় ৫০০ জনগনের সাথে নিয়ে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

২.সভার যৌক্তিকতা ও আলোচ্য বিষয়

যৌক্তিকতা - সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া হলো সিটি কর্পোরেশন এবং নাগরিকদের মধ্যে অনবরত আলাপ-আলোচনা এবং ঘনিষ্ট যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। নাগরিকদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার জন্য একটি কার্যকর হাতিয়ার হলো ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিই এল সি সি), সিভিল সোসাইটি কো- অর্ডিনেশন কমিটি (সি এস সি সি) , গ্রিভেন্স রিড্রেস সেল (জি আর সি) এবং সিটি কর্পোরেশন রিসোর্স সেন্টার (সি আর সি) এর মত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, যদিও এতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে সীমিত আকারে রাখা হয়। গণ জনসভা এমন একটি জনসভা যেখানে, সাধারণ মানুষের সমাগম হয় অনেক বেশী।

আলোচ্য বিষয় -ই-গর্ভনেন্স এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশন
ডিজিটাল যুগে সঙ্গে তাল মিলিয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের থেকে একধাপ এগিয়ে। ডিজিটালাইজেশন সম্পর্কে জনগনকে অবহিত করা এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ই গর্ভনেন্স এর উন্নয়নে চিত্র জনগনের সামনে তুলে ধরা ই এই বিষয়ের উদ্দেশ্য।

৩.ইভেন্টস সর্ম্পকে মন্তব্য-

সভায় উপস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ সভা শেষে তাদের বিভিন্ন মন্তব্য ব্যক্ত করেন।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিম্নরুপ-

মাননীয় মেয়র মেয়র বলেন - "স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং উন্নয়নের জন্য ই-গর্ভনেন্সই একমাত্র পথ"
প্রধান নির্বাহী কর্মর্কতা বলেন - "ই-গর্ভনেন্সের মাধ্যমেই কর্মদক্ষতা ও উন্নয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে"
ই-গর্ভনেন্সের বিভিন্ন পজেটিভ দিক তুলে ধরে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মন্তব্য করেন।

৪.জনগনের প্রতিক্রিয়া

সভার প্রায় এক মাস আগে থেকে প্রচার প্রচারনার ফলে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের উৎসুক জনগন সভায় আনন্দের সাথে উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত থেকে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের উৎসুক জনগন মাননীয় মেয়র জনাব সরফুদ্দিন আহম্মেদ (প্রতিমন্ত্রী) এর সাথে তাদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা ব্যক্ত করেন এবং সভার বিষয় সর্ম্পকিত বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। মাননীয় মেয়র তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন এবং তাদের অসুবিধা সমূহ সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দেন।
ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও সভা যেন হয় সেই জন্য মাননীয় মেয়র সাহেব কে অনুরোধ করেন।

৫. প্রশ্ন - উত্তর

সভায় উপস্থিত প্রায় ৫০০ জনগণের মাঝে একটি জরীপ পরিচালনা হয়।উক্ত জরীপ এর পর উপস্থিত জনগণ মাননীয় মেয়র মহদয়কে কিছু প্রশ্ন করেন এবং মাননীয় মেয়র মহদয় তার যথাতথ উত্তর দেন। তার মধ্যে কিছু প্রশ্ন উত্তর নিম্নরূপ-

প্রশ্ন- ই-গর্ভনেন্স এর মাধ্যমে নগরে কি কি উন্নয়ন সাধন হয়েছে?

উত্তর - ই-গর্ভনেন্স এর ফলে সাধিত উন্নয়ন গুলো হল-

- দুর্নীতি এর হার কমে গেছে।
- সিসি ক্যামেরা লাগানোর ফলে অপরাধের হার কমে গেছে।
- সকল কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কম সময়ে বেশি সেবা প্রদান করা যায়।
- ফ্রি ওয়াই-ফাই এর ফলে সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সিটি কর্পোরেশন এ না এসেও অনলাইন এর মাধ্যমে ঘরে বসে সেবা নিতে পারছে। ইত্যাদি।

প্রশ্ন- ই-গর্ভনেন্স কি রোড-সেতু ইত্যাদি উন্নয়নে কোন প্রভাব ফেলে?

উত্তর - ই-গর্ভনেন্স এর আগে সকল টেন্ডার হত ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে। যার ফলে পক্ষপাতিত্ত এবং অযোগ্য ঠিকাদার এর কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী ছিল, কিন্তুই-গর্ভনেন্স এর ফলে এখন ই-জিপি অর্ধাৎ অনলাইন এর মাধ্যমে টেন্ডার হয় এতে করে যোগ্য প্রতিষ্ঠান কাজ পায় ও কাজের মান ও ভালো হয়।

প্রশ্ন- ই-গর্ভনেন্স নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

উত্তর - ই-গর্ভনেন্স এর উপকারি দিক বেশী থাকার দরুন এর মান দিন দিন উন্নত করার চিন্তা আছে। ভবিষ্যৎ এ সিটি কর্পোরেশন এর সকল ক্ষেত্রে যেন ই-গর্ভনেন্স এর প্রয়োগ থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যেতে হবে।
সিটি কর্পোরেশন এর জনগণ যেন ঘরে বসেই সিটি কর্পোরেশন এর সকল সেবা ভোগ করতে পারে সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে।

উপরোক্ত প্রশ্ন সমূহ ছারাও সাধারন জনগণ ই-গর্ভনেন্স সম্পকিত আরও অনেক প্রশ্ন করে এবং মাননীয় মেয়র মহদয় তার যথাযথ উত্তর দেন।

৬. অগ্রাধিকার ক্ষেত্র

অগ্রাধিকার	সেবা সেক্টর
১	সড়ক যোগাযোগ
২	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
৩	পানি সরবরাহ
৪	স্বাস্থ্য
৫	শিক্ষা
৬	স্বাস্থ্যব্যবস্থা
৭	নগর পরিকল্পনা
৮	ট্রাফিক সিগন্যাল

৭. সার্ভে রির্পোট

১. গণ জনসভার বিষয়বস্তু নিয়ে সন্তুষ্ট = ৬০%
২. গণ জনসভার প্রোগ্রাম সময়সূচি বিষয়ে সন্তুষ্ট = ৯০%
৩. সভার সুবিধা এবং বিন্যাস সম্পর্কে সন্তুষ্ট = ৭০%
৪. ব্যবস্থাটি খারাপ লেগেছে = ১৫%
৫. ভবিষ্যতে গণ জনসভায় হতে পারে পক্ষে = ৯৯%